

📖 স্বালাতে মুবাশ্শির

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নামাযের নিয়মাবলি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

ফজরের নামাযে সুন্নতী ক্বিরাআত

নবী মুবাশ্শির (ﷺ) ফজরের নামাযে ‘ত্বিওয়ালে মুফাস্সাল’ পাঠ করতেন। যেহেতু এই সময়টি হল পরিবেশ শান্ত এবং ঘুম পূর্ণ করার পর মনে স্ফূর্তি থাকার ফলে মনোযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াতের সময়। তাছাড়া মহান আল্লাহ বলেন,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

অর্থাৎ, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত তুমি নামায কায়েম কর; আর বিশেষ করে ফজরের কুরআন (নামায কায়েম কর)। কারণ, ফজরের কুরআন (নামাযে ফিরিশ্তা) উপস্থিত হয়ে থাকে। (কুরআন মাজীদ ১৭/৭৮)

এখানে ফজরের কুরআন বলে ফজরের নামাযকে বুঝিয়ে এই কথার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, উক্ত নামাযে কুরআন অধিক সময় ধরে পড়া হবে। আর তার গুরুত্ব এত বেশী যে, তাতে ফিরিশ্তা উপস্থিত হয়ে থাকেন।

তিনি উক্ত নামাযে কখনো কখনো সূরা ওয়া-ক্বিআহ বা অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন। (আহমাদ, মুসনাদ, ইবনে খুযাইমাহ্, সহীহ, হাকেম, মুস্তাদরাক, সিফাতু স্বালাতিন নাবী (ﷺ), আলবানী ১০৯পৃঃ)

বিদায়ী হজ্জের এক ফজরের নামাযে তিনি সূরা তূর পাঠ করেছেন। (বুখারী ১৬১৯ নং)

কখনো বা তিনি সূরা ক্বাফ বা অনুরূপ সূরা প্রথম রাকআতে পাঠ করতেন। (মুসলিম, তিরমিযী, সুনান, মিশকাত ৮৩৫ নং)

কখনো কখনো সূরা তাকবীর (ইযাশ্ শামসু কুউবিরাত) পাঠ করতেন। (মুসলিম, আব্দাউদ, সুনান, মিশকাত ৮৩৬ নং)

একদা ফজরে তিনি সূরা যিলযালকে উভয় রাকআতেই পাঠ করেন। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, ‘কিন্তু জানি না যে, তিনি তা ভুলে পড়ে ফেলেছেন, নাকি ইচ্ছা করেই পড়েছেন।’ (আব্দাউদ, সুনান, বায়হাকী, মিশকাত ৮৬২ নং)
সাধারণত: যা বুঝা যায় তা এই যে, মহানবী (ﷺ) এরূপ বৈধতা বর্ণনার উদ্দেশ্যেই ইচ্ছা করেই (একই সূরা উভয় রাকআতে পাঠ) করেছেন। (সিফাতু স্বালাতিন নাবী (ﷺ), আলবানী ১১০পৃঃ)

একদা এক সফরে তিনি ফজরের প্রথম রাকআতে সূরা ফালাক ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা নাস পাঠ করেছেন। (আব্দাউদ, সুনান ১৪৬২, নাসাঈ, সুনান, ইবনে খুযাইমাহ্, সহীহ, ইবনে আবী শাইবা, হাকেম, মুস্তাদরাক ১/৫৬৭, আহমাদ, মুসনাদ ৪/১৪৯, ১৫০, ১৫৩, মিশকাত ৮৪৮ নং)

উক্ববাহ্ বিন আমের (রাঃ) কে তিনি বলেছেন, “তোমার নামাযে সূরা ফালাক ও নাস পাঠ কর। (উভয় সূরায় রয়েছে বিভিন্ন অনিষ্টকর বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।) কারণ এই দুই (প্রার্থনার) মত কোন প্রার্থনা দ্বারা কোন

প্রার্থনাকারী আশ্রয় প্রার্থনা করে নি।” (আবুদাউদ, সুনান, ১৪৬৩, আহমাদ, মুসনাদ, সিফাতু স্বালাতিন নাবী (ﷺ), আলবানী ১১০পৃঃ)

আবার কখনো কখনো এ সবেল চেয়ে লম্বা সূরাও পাঠ করতেন। এই নামাযে তিনি এক রাকআতে অথবা উভয় রাকআতে ৬০ থেকে ১০০ আয়াত মত পাঠ করতেন। (বুখারী ৭৭১ নং, মুসলিম, সহীহ)

কখনো তিনি সূরা রুম পাঠ করতেন। (আহমাদ, মুসনাদ, নাসাঈ, সুনান, বাযযার) কখনো পাঠ করতেন সূরা ইয়াসীন। (আহমাদ, মুসনাদ, সিফাতু স্বালাতিন নাবী (ﷺ), আলবানী ১১০পৃঃ)

একদা মক্কায় ফজরের নামাযে তিনি সূরা মু’মিনুন শুরু করলেন, অতঃপর মূসা ওহাবন অথবা ঈসা (আঃ) এর বর্ণনা এলে (অর্থাৎ উক্ত সূরার ৪৫ অথবা ৫০ আয়াত পাঠের পর) তাঁকে কাশিতে ধরলে তিনি রুকুতে চলে যান। (বুখারী, বিনা সনদে, ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ২/২৯৮, মুসলিম, মিশকাত ৮৩৭নং)

আবার কখনো কখনো তিনি সূরা স্বা-ফফাত পাঠ করে ইমামতি করতেন। (আহমাদ, মুসনাদ, আবু য্যা’লা, মাক্কেদেসী, সিফাতু স্বালাতিন নাবী (ﷺ), আলবানী ১১১পৃঃ)

জুমআর দিন ফজরে তিনি প্রথম রাকআতে সূরা সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা দাহর পাঠ করতেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৩৮ নং)

হযরত উসমান (রাঃ) ফজরের নামাযে অধিকাংশ সময়ে সূরা ইউসুফ ও সূরা হজ্জ ধীরে ধীরে পাঠ করতেন। অবশ্য তিনি ফজর উদয় হওয়ার সাথে সাথেই নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। (মালেক, মুত্তা ৩৫, মিশকাত ৮৬৪ নং)

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=2869>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন